সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকদের কী কী আইন জানা দরকার

ধীরাজ কুমার দে

সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ, সাহিত্যে যা রচিত হবে তা ভবিষ্যতে ভাবী জীবনের সুশৃঙ্খল ধারাকে বজায় রাখার পদ্ধতি বিশেষ। তাই আমরা জানি সাহিত্য হচ্ছে চলমান সমাজ জীবনের চলচ্চিত্র। সেইজন্য সমাজের শৃঙ্খলা-নীতি-রীতি-প্রথা এগুলিকে রক্ষা করাই আইনের মাধ্যমে দরকার। আর দরকার আছে বলেই, আমাদের ভারতবর্ষে সুষ্ঠুভাবে সাহিত্য ও শিল্পকে রূপ দেওয়ার জন্য এই আইনগুলি বিশেষভাবে রচনা করা হয়েছে। কারণ সাহিত্য অর্থাৎ লেখালেখিতে বিভিন্ন দেশে যে আইনগুলো রচিত আছে ঠিক সেইভাবেই আমাদের দেশে আইনের মাধ্যমে সুষ্ঠ জীবনধারার সম্পর্ককে ধরে রাখার জন্য এইসব আইন প্রবর্তিত। আমরা যারা সাহিত্য চর্চা করে থাকি বা কোনরূপ কোন কথাকে শিল্পরূপে প্রকাশ করে সমাজে প্রচার বা প্রকাশ করতে চাই সেইজন্যই এই আইনের মাধ্যমে সাহিত্য-শিল্পকে বেঁধে রাখা দরকার। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ বা বুদ্ধিজাবীরা বলে থাকেন সাহিত্য হচ্ছে শিল্প। শিল্পকে কোনভাবেই আইনের মাধ্যমে বেঁধে রাখার দরকার নেই। আইন আইনের পথে চলে। সাহিত্য সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে লেখক-লেখিকাদের রচনা তাদের শিল্পকর্মের মধ্যে প্রকাশ পায়। এখানে আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে না, কারণ অনেকে বলেন মুক্তভাবে সাহিত্য চর্চা করতে গেলে আইন দেখে সব সময় লেখালেখি সম্ভব হয়ে ওঠে না। কথাটা ঠিকই বটে, আইন দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না বটে তবে কোনদিন যদি কোন বিপত্তি ঘটে তখনই তৈরি হয়ে যায় ফ্যাসাদ। আর তখনই আমাদের আইনের আশ্রয় নিতে হয় এমন নজির ইতিহাসে অনেক আছে। সুতরাং এই প্রবন্ধে আমি বলতে চাই আমরা প্রকাশনার ব্যাপারে যাই করি না কেন কিছু নিয়ম কানুন জেনে রাখা ভালো। আর এর জন্যই বিশেষ বিশেষ কয়েকটি আইন এই প্রবন্ধে তুলে ধরলাম যার ধারাগুলি বিশেষভাবে আলোচিত।

বিশেষ করে যেসব পুস্তক প্রকাশনা ও লেখালেখিতে আইনকানুনের ধারাগুলি বিশেষভাবে বর্ণিত তা এক কথায় বলা যেতে পারে; যেমন—**দি প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন বুক অ্যাক্ট ১৮৬৭, দি ডেলিভারি অফ বুকস অ্যান্ড নিউজপেপার অ্যাক্ট**

১৯৫৪, দি কপিরাইট অ্যাক্ট ১৯৫৭, দি প্রিভেনশান অব পাবলিকেশান অফ অবজেকশন ম্যাটার অ্যাক্ট ১৯৭৬, দি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট ১৯৭৩, ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২, মূলতঃ এগুলো মুখ্য হলেও আরো কিছু আইন আছে যেগুলো এই মুহূর্তে না বলাই ভালো।

প্রথমতঃ **দি প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন বুক অ্যাক্ট ১৮৬৭ ঃ** বিশেষভাবে এই আইন গুরুত্বপূর্ণ কারণ যারা লেখালেখির মধ্যে বিশেষ করে লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে থাকেন বা পত্রপত্রিকা প্রকাশনা করেন তাদের পক্ষে রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত আইন-কানুন বড্ড জরুরি। এই বইয়েতে ৫(২) ধারায় কিভাবে পত্র-পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তার নির্দেশিকা দেওয়া আছে। প্রথমে, কলকাতা হলে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করতে হয় এবং জেলা হলে জেলা দপ্তরে কিংবা এস.ডি.ও.-র মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে তবেই পত্রিকা প্রকাশ করতে হয়। এরপর ঐসব বিভাগীয় অফিস দিল্লির রেজিস্ট্রার অফ নিউজপেপারের নিকট পাঠিয়ে ডিক্লারেশন নম্বর দিলে তবেই উপযুক্ত আদালত থেকে উকিলবাবুর মাধ্যমে এফিডেভিট করে ডিক্লারেশন জমা দিলে তবেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এতে আইনতভাবে পত্রিকা প্রকাশনার জন্য আইনি ব্যবস্থার নির্দেশিকা আছে। শুধুমাত্র প্রেস বলতে ছাপাখানা বোঝায় না, ছাপা সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে এই আইনি ব্যবস্থার কথা বলা আছে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবার পর প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের নিজস্ব পত্রপত্রিকায় ৮নং ধারা মতে ডিক্লারেশন দিতে হয়। যদি কেউ এই ডিক্লারেশন প্রকাশ না করে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই আইনে ১৫(এ) ধারা মতে শাস্তির বিধানের কথা বলা আছে। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর ডাক বিভাগে পত্রিকা পাঠানো সংক্রান্ত অর্থাৎ একস্থান থেকে অন্যস্থানে পত্রিকা প্রেরণের জন্য পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন অবশ্যই স্থানীয় ডিভিশানে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিস-এ আইনানুগভাবে তাদের নির্দিষ্ট প্রতিলিপিমতে রেজিস্ট্রেশন করা জরুরি।

দ্বিতীয়তঃ **দি ডেলিভারি অব বুক এ্যান্ড নিউজ পেপার এ্যাক্ট ১৯৫৪ ঃ** এই গ্রন্থে কিভাবে পত্রপত্রিকা প্রকাশের পর উপযুক্ত বিভাগীয় দপ্তরে এবং সরকারি গ্রন্থাগারে পত্রিকা পাঠাতে হয় বা জমা করতে হয় তা বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। বিশেষ করে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারগুলিতে ৩ নং ধারাতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। এই আইনে যদি গ্রন্থাগারে যদি কোনরূপ বই পাঠানো না হয় তার শাস্তিবিধানের কথাও বলা আছে।

সুতরাং এই আইন পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এবং পাঠানোর জন্য নিয়মকানুন জেনে রাখা দরকার।

তৃতীয়ত ঃ **দি কপিরাইট অ্যাক্ট ১৯৫৭ ঃ** এই আইনের গ্রন্থে কপিরাইট সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন আসে তার বর্ণনা আছে। কপিরাইট অ্যাক্টকে এক কথায় বলা হয় লেখকস্বত্ব আইন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃজনশীল রচনাকে সুরক্ষার জন্যই এইসব আইনের বিভিন্ন ধারায় বিশেষভাবে বর্ণিত অংশ আছে। প্রত্যেক দেশেই কপিরাইট আইন প্রবর্তিত আছে। আমাদের দেশেও ইহা বিশেষভাবে প্রবর্তিত। এই আইনি গ্রন্থে লেখকের গ্রন্থস্বত্ব স্বীকৃত থাকে এবং প্রকাশকরা যে বই ছাপেন তা সহজে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। এই আইনে বলে দেওয়া আছে লেখকের মৃত্যুর ৫০ বছর পরে তাদের লেখা অন্য যে কেউ প্রকাশ করতে পারবে। এই আইনে নির্দিষ্ট নিয়মে লেখক বা স্রষ্টা যাতে অবহেলিত হতে না পারে সেইজন্যই ৫৭নং ধারায় মুল কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই ধারায় সংস্কারে পৈতৃক অধিকারও স্বীকৃত আছে। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব আইন নিয়ে প্রকাশকদের মধ্যে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডা শুরু হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধিত ব্যবস্থায় ৫০ বছরের স্থলে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশের জন্য ১৫০ বছর আইনকে সংশোধন করে নেয় যাতে লেখক বা গ্রন্থাগারের অর্থনৈতিক অধিকার বা রয়্যালটি হইতে পরবর্তী প্রজন্ম বঞ্চিত হতে না পারে।

চতুর্থতঃ **দি প্রিভেনশান অফ অ্যাপ্লিকেশান অফ অবজেকশন ম্যাটার অ্যাক্ট ১৯৭৬ ঃ** এই আইনে আমাদের হিতার্থে এবং সরকারি নিয়মে যাতে আপত্তিকর কিছু প্রকাশিত না হয়, তার জন্য ৪নং ধারামতে বিস্তারিত বলা আছে। সমাজে শালীনতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এই আইনের বিশেষ কয়েকটি ধারায় বিস্তারিতভাবে বলা আছে। এই ৪ নং ধারায় যেসব নিয়মকানুন বলা আছে তা যদি আপত্তিকর হয়ে থাকে তাহলে এই আইনের ৫৮নং ধারা হইতে ৩১ নং ধারায় সাজা দেওয়ার ঘটনা বলা আছে। এক্ষেত্রে জেলও হতে পারে, জরিমানাও হতে পারে কিংবা জেল-জরিমানা শাস্তিবিধানের মতে উভয়ই হতে পারে। সুতরাং এই আইনে লেখক বা গ্রন্থকাররা এমন কিছু প্রকাশ না করুক যাতে সমাজে আপত্তিকর কিছু না হয় কিংবা রাজনৈতিক ভাষামতো প্রকট কিছু প্রকাশিত না হয়। সেইজন্যই এই আইনে সুসংরক্ষিত ব্যবস্থা আছে।

পঞ্চমতঃ দি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর ১৯৭৩ঃ এই আইনে সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যমে যাতে সমাজের কোন অকল্যাণজনক লেখা প্রকাশিত না হয়, সেই কারণে আইনের ধারাগুলি বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে উপযুক্ত আদালতের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে। তবে কিভাবে প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশ করবেন বা দায়ভারে জর্জরিত হবেন সেইসব আইনের ধারাগুলি প্রচলিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই আইনের সঙ্গে সংযুক্ত যাহা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড নামে পরিচিত। ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর অ্যাক্টে আইনের ধারাগুলিকে বলা হলেও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে সেইসব আইনের শাস্তিবিধানের কথা বলা আছে যেমন, আমরা সমাজে কোন বই যদি প্রকাশ করে থাকি তাহলে সেই প্রকাশনা সমাজের কাছে কতটা বিচার্য কিংবা তাহা আইনি শাস্ত্রে কতটা অশ্লীল তা এই আইনের ২৯২ ধারায় বলা হয়েছে। কোন বই অশ্লীল কিনা তা ২৯২ ধারায় আদালতে হাজির হতে হবে এবং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের মতো বিচার্য হবে। এই আইন ১৯৬৯ সালে কিছুটা সংশোধিত হয়ে অর্থাৎ ২৯২(১) উপধারাতে বলা হয়েছে কোন বই, কোন প্রচারপত্র, লেখা, ছবি বা কাগজে প্রকাশিত কোনোকিছু সামগ্রিক বিচারে যদি পাঠকের মনে কোনোকিছু সামাজিক মঙ্গলের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে এই আইনে দায়যুক্ত হতে পারে। এছাড়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ (এ) এবং ৫০৫ ধারামতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সমাজকে উত্তেজিত যাতে না করা হয় তার জন্য প্রকাশক বা লেখক-লেখিকার বিরুদ্ধে শাস্তিবিধানের কথা বলা আছে। আবার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারায় কাহারও বিরুদ্ধে অপমানসূচক লেখা লিখিত হইলে মানহানি বিষয়ে শাস্তিবিধান ও ক্ষতিপূরণের জন্য উপযুক্ত ফৌজদারি আদালতে আবেদন করতে হয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারাতে বলা হয়েছে, যদি কেউ কুড়ি বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তির নিকট পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত কোন অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করেন, ভাড়া দেন, বিজ্ঞাপন করেন, প্রদর্শন করেন অথবা প্রচার করেন বা এরূপ করার জন্য ইচ্ছুক হন বা চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হলে তিন বৎসর কারাবাস এবং দু'হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে এবং দ্বিতীয়বার বা আরও বেশিবার দোষী সাব্যস্ত হলে সাত বৎসর পর্যন্ত কারাবাস এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দ্বারা দণ্ডিত হবেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ অপরের বিরক্তি উৎপাদক

(ক) কোন অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে করে অথবা (খ) কোন প্রকাশ্য স্থানে বা প্রকাশ্য স্থানের নিকট অশ্লীল গান করে, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে, তিনি উভয় প্রকার কারাবাসের যে কোন এক প্রকার কারাবাসে তিনমাসের জন্য অথবা জরিমানা দ্বারা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ষষ্ঠতঃ **ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২** ঃ এই আইনে তথ্য প্রমাণস্বরূপ কোনকিছু প্রকাশ হলে সেটাই প্রমাণস্বরূপ উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে যাহা বিশেষ ধারায় বর্ণিত আছে তাহা উপযুক্ত আদালতে বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে। এইজন্য এই আইন কিছুটা মেনে এমন কিছু লেখক-লেখিকারা লিখবেন না যাতে রচনাশৈলী ভবিষ্যতে প্রমাণস্বরূপ দোষী সাব্যস্ত না হয়। এই আইনে কিভাবে রচনাশৈলী প্রমাণ করতে হয় তাহার ধারাগুলি প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যাখ্যায় বলা আছে।

অবশেষে বলব, সাহিত্য হচ্ছে শিল্পের মর্যাদাস্বরূপ সৃষ্টি কিন্তু বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে সম্পূর্ণ বদল হয়েছে। সবকিছু সুলভ আর সহজ। আর এইজন্য বিতর্কের অবতারণা হতেই পারে এবং আইনের জটিলতা বাড়তে পারে। যতই আইনের জটিলতা আসুক না কেন আমাদের সাহিত্য শালীনতা রক্ষা করে প্রকাশ হোক কিংবা অকল্যাণজনক লেখা প্রকাশিত না হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যেন ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে। তবে সব সাহিত্য ক্ষেত্রে কিভাবে আইনকানুন আসবে তা নির্ভর করে অভিযোগের কতটা নির্ভরশীলতা আছে তার ওপর। সেইজন্য আইন যাই থাকুক না কেন আমি মনে করি লেখার মধ্যে শৃঙ্খলা ও ন্যায়নীতি নিয়ে শিল্পচর্চার বিশেষ প্রয়োজন আছে।